দৈনিক ইত্তেফাক

0C6

05 JAN 1988
তারিখ 05 JAN 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম 1 ...

দৈনিক
ইত্তেফাক
05 JAN 1988
মঙ্গলবার, ২০শে পৌষ, ১৩৯৪

ছাত্র ভর্তি সমস্যা

জানুয়ারী মাসটিকে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের মাস বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। যে শিশু প্রথম স্কুলে যাইবে তাহার ভর্তির জন্য অভিভাবকেরা উদ্বেগাকুলচিত্তে স্কুলে স্কুলে ছোটাছুটি করেন। খবর নেন, কোন্ স্কুল কেমন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মান কিরূপ, বেতন কত, আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা। আবার যে শিশু বা ছাত্র-ছাত্রী ইতিমধ্যেই কোন স্কুলে ভর্তি হইয়া আছে, তাহার অভিভাবক ছুটেন অপেক্ষাকৃত ভাল স্কুলে। উদ্দেশ্য, সন্তানটির উত্তম ও উন্নত শিক্ষা। ফলে, ঢাকা শহরে জানুয়ারী মাসে একটি তোলপাড় অবস্থার সৃষ্টি হয়। ভালো-স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে প্রভাবিত করার জন্য তদবির চলে। ধরাধরি করা হয় পূর্ব পরিচয় থাকিলে সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। উল্লেখ অনাবশ্যক, বিশেষ বিশেষ স্কুলে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের অত্যধিক চাপ হওয়ায় অধিকাংশ অভিভাবক তাহাদের প্রত্যাশিত স্কুলে সন্তান ভর্তি করিতে সমর্থ হন না। কারণ, যেখানে ৩ শত ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা হইবে, সেখানে হয়তো দরখাস্ত পড়ে দেড় হাজার হইতে ২ হাজার। সন্তান ভর্তি করিতে ব্যর্থ হইয়া কোন কোন অভিভাবকের প্রকাশ্যে অশ্রু বিসর্জনের ঘটনাও কম নাই।

তবে ইহা ঢাকার সকল স্কুলের চিত্র নয়। নামকরা মাত্র কয়েকটি মাধ্যমিক স্কুলের চিত্র। সেখানে একবার ভর্তি হইলে স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত অভিভাবকদের আর চিন্তা করিতে হয় না। অবশিষ্ট স্কুলগুলিতে এত ভীড় নাই। সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তো নাই-ই। অবশ্য ইহা অস্বীকার করা যাইবে না, ঢাকার স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় স্কুল ও শিক্ষার সুযোগ কম। ভাল স্কুলের সংখ্যা তো খুবই কম। সরকার অনুমোদিত স্কুল তেমন একটা বৃদ্ধি পায় নাই। কেননা, শহরে স্কুল প্রতিষ্ঠার মত খোলা জায়গা এখন নাই বলিলেই চলে। অন্যদিকে সরকার ও মিউনিসিপ্যালিটির ঝোঁক সম্ভবত স্কুলের পরিবর্তে সুপার মার্কেট প্রতিষ্ঠার দিকে। সুপার মার্কেটের প্রয়োজন অবশ্যই আছে ; কিন্তু ভাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তা সব চাইতে বেশী নয় কি? আর এ কারণে ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার জন্য পাড়ায় পাড়ায় গড়িয়া উঠিয়াছে বেসরকারী পর্যায়ে কিণ্ডার গার্টেন, টিউটোরিয়াল হোম, প্রি-ক্যাডেট স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি। ইহার কোণ কোনটির মান আশানুরূপ হইলেও এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যয়ের বহরও নিতান্ত কম নয়। ৭০/৮০ টাকার কম বেতন কোথাও নাই। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে একটি শিশুর পড়াশুনার জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় না হইলে, বেশীর ভাগ স্কুলে মাসে ব্যয় হইয়া থাকে এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা। লক্ষণীয়, সন্তানের পিতা/ অভিভাবকেরা যেভাবেই পারেন, এই অর্থ যোগাড় করেনশুধু সন্তানটির উন্নত শিক্ষা ও সুখী ভবিষ্যতের আশায়। কিন্তু সেই আশা সর্বক্ষেত্রে পূরণ হয় কি? সে আশা পূরণের ব্যবস্থাই বা কোথায়?

তবে আগেই বলিয়াছি, ভর্তিচ্ছুদের ভীড়ের এই পরিস্থিতি ঢাকার বহু স্কুলে এবং ঢাকার বাহিরের স্কুলগুলিতে তেমন একটা নয়। জেলা-উপজেলায় এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে প্রয়োজনীয় ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে স্কুলের আয় আশানুরূপ হয় না। সরকার প্রদত্ত অনুদানের বাহিরে শিক্ষকদের বেতন দেওয়াই অনেক স্কুলের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। কোন কোন স্কুল, বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সময় অযোগ্য ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করিয়া ও পরীক্ষার সুযোগ দিয়া অর্থ ঘাটতি পূরণেরও চেষ্টা করে। উল্লেখ অনাবশ্যক যে, এই স্কুলগুলির প্রশিক্ষণ মানও আশানুরূপ নয়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার সন্তোষজনক না হওয়ার ইহাও একটি কারণ। আবার কোন কোন স্কুল পরীক্ষার সেন্টার হওয়ার সুবাদে দেদার নকলের সুযোগ দিয়া বাহিরের ছাত্র টানিয়া আনে। শিক্ষার মানবনতির ইহাও একটা কারণ। বস্তুত শিক্ষায়তন ও শিক্ষা ক্ষেত্রের করুণ এই অবস্থা হইতে দেশের শিশু-কিশোর ও তরুণ সমাজ, বিশেষতঃ তাহাদের অভিভাবকদের রক্ষা করিতে হইলে ঢাকায় স্কুলের সংখ্যা যেমন জরুরী ভিত্তিতে বৃদ্ধি করিতে হইবে, ঠিক তেমনি সরকারের তরফ হইতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ মান যাচাই করারও পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। গুটিকতক স্কুলে ভর্তির সময় ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ের বিষয়টিকে বড় করিয়া দেখার কোন কারণ নাই। রাজধানী ও রাজধানীর বাহিরের সকল স্কুলের মান উন্নত, শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠু করা হইলে ছাত্র/অভিভাবকেরা দুই-একটা স্কুলের জন্য ভীড় জমাইবেন না। সুতরাং সকল স্কুলের শিক্ষার মান ও সুযোগ-সুবিধা কিভাবে উন্নত করা যায় এবং কিভাবে মফস্বলের স্কুলসমূহের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা যায়, সরকার ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে সে চিন্তাও করিতে হইবে। শুধু ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষক ভাতা চালু এবং বিএড কোর্স প্রবর্তন কিংবা পত্র-পত্রিকায় বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপন প্রদান করিলেই দায়িত্ব তাঁহাদের চুকিয়া যাইবে না।